বাতিওয়ালা

হরি শঙ্কর পরসাই

লেখক পরিচয়

[হরি শঙ্কর পরসাই (১৯২৪ - ৯৫) হিন্দি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক । ইনি সাংবাদিক ও কথা-সাহিত্যিক হিসাবে সমকালিন হিন্দি সাহিত্যে প্রথম সারির লেখক হিসাবে সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছেন । বিশেষ করে ব্যঙ্গ-শিল্পী রূপে খ্যাত । এঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির বিষয় -বৈচিত্র্য ও ব্যক্তি বিস্ময়কর । ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, আমলাতন্ত্র, সামন্তবাদী পরম্পরা ইত্যাদি বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে এঁর অনায়াস বিচরণ লক্ষ্য করা যায় । আমাদের জাতীয় জীবনের অসংখ্য অসঙ্গতি তাঁর ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ হয়েছে । ব্যঙ্গের সম্মার্জনী দিয়ে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী জঞ্জাল রাশিকে অপসারিত করার নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন ।

তাঁর রচনাগুলি শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব শ্রেণির পাঠকদের প্রভূত আনন্দ দেয় । কিন্তু চিত্তাকর্ষক করে তোলার সময় তিনি অগভীর, তরল, হাল্কা, মনোভাবকে প্রশ্রয় দেননি । অত্যন্ত গভীর কথা বলার জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন এমন এক লিখন -শৈলী, যার চারপাশে থাকে মিষ্টত্ব, ভেতরে গোপনে বিরাজ করে স্বাস্থ্যরক্ষকতিক্ত ওষুধ । অনেকটা শর্করা পরিবৃত কুইনাইনের মতো । এজন্য তাঁকে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মতাদর্শের শিবির অপেক্ষা 'দায়বদ্ধ শিল্প' এই মতের শিবির ভুক্ত লেখক বলে মনে করা হয় ।

সরস অথচ উচ্চমানের সাহিত্য - গুণের কারণে প্রায় সব প্রমুখ ভারতীয় ভাষায় তাঁর রচনার অনুবাদ হয়েছে। তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৪২) পেয়েছেন । দীর্ঘ দিন শিক্ষকতা করেছেন । 'বসুধা' পত্রিকার সম্পাদক রূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন । সাহিত্যে অসাধারণ অবকাশের জন্য তাঁকে জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি দেওয়া হয় । রাশিয়ায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে (১৯৬২) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ।

তাঁর লেখনী অজস্র সৃষ্টিতে মুখর । 'স্বভাব কবি'র মতো তাঁকেও আমরা 'স্বভাব ব্যঙ্গ' লেখক বলে অভিহিত করতে পারি । তাঁর রচনার পরিমাণ মাপা যেতে পারে এই তথ্যে — তাঁর রচনাবলী বৃহৎ ছয় খন্ডে পরিব্যপ্ত । বাংলায় তাঁর বহু লেখার অনুবাদ হয়েছে ।]

লোকটা চৌরাস্তার ওপর টর্চ বিক্রি করতো । মাঝে কিছুদিন দেখিনি । কাল হঠাৎ দেখা । এবার দেখলাম দাড়ি রেখেছে । পরনে লম্বা কুর্তা । জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় ছিলে ? দাড়ি রেখেছ যে ?" জবাব দিলে— বাইরে গিয়েছিলাম । আর দাড়ি রাখার কৈফিয়ৎটা বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলিয়ে মেরে নিলে ।

বললাম আজ টর্চ বিক্রি করছো না যে ? সে বললে আত্মার ভিতরেই টর্চ জ্বলে উঠছে । "সূর্য ছাপ" টর্চ তাই অকেজো মনে হয় । বললাম গেরুয়া ধরছো নাকি ? আত্মা টাত্মা যাদের চাগিয়ে ওঠে তারাতো ঐ সব ধান্দা শুরু করে । তা দীক্ষাটা নিলে কোথায় ?

আমার কথায় ও আঘাত পেলে । বললে — অমন করে বলবেন না । আত্মাতো সব মানুষেরই এক । আমার আত্মাকে আঘাত করে আপনি নিজের আত্মাকেই না ঘায়েল করছেন ।

বললাম — সে না হয় হল । কিন্তু তোমার এই বৈরাগ্যের কারণটা কি বল দেখি ? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ? ধার পাচ্ছো না কোথাও ? পাওনাদার ব্যতিব্যস্ত করছে ? না কি চুরির মামলায় ফেঁসেছ ? মোদ্দা কথা বাইরের টর্চ বাতিটা হঠাৎ তোমার আত্মার ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো কি করে ?

সে বললে — না, সে সব কিছু না । একটা ব্যাপার হয়েছে । কথাটা গোপন রাখবো ভেবেছিলাম । তা আজতো এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবো । তাই আপনাকে শুনিয়ে দিই । এই বলে সে যা বললে, তা গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায় ।

পাঁচ বছর আগের কথা । আমি আর আমার এক বন্ধু হতাশ হয়ে এক জায়গায় বসে ছিলাম । আমাদের মনে আকাশ ছোঁয়া একটা প্রশ্ন দেখা দিয়ে ছিল । প্রশ্নটা হলো, পয়সা করা যায় কি করে ! আমরা দু'জনে প্রশ্নটার দু'টো পা ধরে ওটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম । ঘেমে নেয়ে উঠলাম । কিন্তু প্রশ্নটা একটুও নড়ল না । বন্ধু বললে—ভাই, প্রশ্নটার পা দু'টো মাটিতে গেড়ে বসেছে একে তোলা যাবেনা, ছেড়ে দে ।

আমরা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম । কিন্তু প্রশ্নটা আবার ঘুরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি বললাম ভাই ভাল বিপদ হল দেখছি, এ যে ছাড়েনা । এর একটা গতি না করলে রেহাই নেই দেখছি এত কাজ করা যাক্, চল্ আমরা ভাগ্য যাচাই করতে এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ি । তারপর ঠিক পাঁচ বছর পরে এই তারিখটির এই সময়ে আবার এখানে এসে দেখা করবো ।

বন্ধু বললে, আচ্ছা, এক সঙ্গে গেলে কেমন হয় ? আমি বললাম না । ভাগ্যান্বেষণের যত পুরানো কাহিনী আমি পড়েছি তাতে আলাদা আলাদা যাবার কথা লেখা আছে । এক সঙ্গে গেলে বোধ হয় ভাগ্যে ভাগ্যে ঠোকাঠুকি হয়ে ভেঙে যাবার ভয় থাকে । সেই মুহূর্তে আমরা দুজনে দুদিকে বেরিয়ে পড়লাম । আমি টর্চ বিক্রির ব্যাবসা শুরু করলাম । চৌরাস্তার ওপর কিম্বা মাঠের মাঝে আমি লোকেদের ডেকে জড়ো করে খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলাম, আজকাল সব জায়গায় অন্ধকার ছেয়ে আছে । রাত গুলো ভয়ানক কালো । নিজের হাত চেনাই দায় । লোকে পথ চিনতে ভুল করে। পথ হারিয়ে যায় । পায়ে কাঁটা ফোটে । আছাড় খেয়ে পড়ে যায় । কেটে গিয়ে, ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে । চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার । সেই অন্ধকারে নেকড়ে আর চিতা ঘুরে বেড়ায়, পায়ের কাছে সাপ ফণা উঁচিয়ে থাকে । অন্ধকার সবাইকে গিলে খায়। বাড়ীর ভিতরেও অন্ধকার । লোকে রাত্রে পেচ্ছাব করতে উঠে সাপের গায়ে পা দেয় । ছোবল মারে আর লোকটা পটল তোলে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. লোকটা কোথায় টর্চ বিক্রি করতো ?
2. লোকটা কোন ছাপের টর্চ বিক্রি করতো ?
3. 'আমার আত্মাকে আঘাত করে আপনি নিজের আত্মাকেই না ঘায়েল করছেন' এই উক্তিটি কার ?
4. কত বৎসর আগে লোকটি ও তার বন্ধু হতাশ হয়ে এক জায়গায় বসেছিল ?

আপনিতো দেখেছেন, লোকে আমার কথা শুনে কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠতো । ভর দুপুরে অন্ধকারের ভয়ে কাঁপতে থাকতো । লোককে ভয় দেখানো কত সোজা ।

মানুষ যখন, বেশ চঞ্চল হয়ে উঠতো, তখন বলতাম—ভাই সব, একথা সত্যি যে অন্ধকার আছে। কিন্তু আলোও আছে । সেই আলোই আমি আপনাদের দিতে এসেছি । আসুন "সূর্য ছাপ" টর্চ কিনুন । "সূর্য ছাপ" টর্চ থাকলে অন্ধকার দূরে পালিয়ে যায় । যে যে ভাইয়ের প্রয়োজন হবে জানাবেন ।

এইভাবে টর্চ বাতি বিক্রি হয়ে যেত । আর আনন্দে দিন কাটতো আমার ।

পাঁচ বছর পরে আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে যেখানে দেখা হবার কথা ছিল, ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হলাম । সারাদিন পথ চেয়ে রইলাম । সে এলোনা । কি ব্যাপার ! ভুলে গেল নাকি ! নাকি এরই মধ্যে এই অসার সংসারের মায়া কাটিয়ে ওপারে পাড়ি জমিয়েছে ?

এবার খুঁজতে বেরুলাম তাকে । একদিন সন্ধ্যায় পথ দিয়ে চলেছি । দেখি পাশের মাঠে আলোর ছটা । একধারে একটা মঞ্চ । গোটা কয়েক লাউডস্পিকার । মাঠে অজস্র মেয়ে পুরুষ শ্রদ্ধায়

মাথা নুইয়ে বসে আছে । মঞ্চের ওপর সুন্দর রেশমী কাপড় পরা এক সৌম্য মূর্তি বেশ নাদুস নুদুস চেহারা । লম্বা দাড়ি আর পিঠের ওপর ঢেউ খেলানো চুল ।

ভীড়ের ভেতর একধারে বসে পড়লাম । মূর্তিটাকে সিনেমার সাধু সন্তদের মতন মনে হচ্ছিল । এক সময়ে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বাণী বর্ষণ সুরু হ'ল । তিনি এমন ভাবে বলছিলেন যেন আকাশের কোন এক প্রান্ত থেকে রহস্যময় বার্তা তাঁর কানে এসে বাজছিল, আর তিনি তাকে ভাষা দিচ্ছিলেন ।

বলছিলেন-- আমি আজ সমস্ত মনুষ্যজাতিকে ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি । মানুষের জ্যোতি আজ নির্বাসিত । গোটা যুগটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন । সর্বগ্রাসী অন্ধকার গোটা বিশ্বটাকে উদরসাৎ করে ফেলেছে । অন্ধকারে মানুষ আজ মুহ্যমান ! সে আজ পথ ভ্রষ্ট । আজ তার আত্মার ভেতরেও অন্ধকার ছেয়ে আছে, অন্তর্দৃষ্টি আজ বাতিহীন । অন্ধকার ভেদ করার ক্ষমতা তার লুপ্ত । আমি দেখতে পাচ্ছি এই ঘোর অন্ধকারে মানবাত্মা ভীত ত্রস্ত ! সে আজ ....

এইভাবে তিনি বলতে লাগলেন আর লোকে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো ।

আমার হাসি পাচ্ছিল । বার কয়েক হাসিটাকে চাপবার চেষ্টা করলাম । কিন্তু ওটা বেরিয়ে এল । আসে পাশের লোক আমার দিকে চেয়ে ধমকে উঠলো ।

সৌম্যমূর্তি তার ভাষণের শেষ প্রান্তে এসে বলছিলেন, ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ভীত হয়োনা । যেখানেই অন্ধকার সেখানেই প্রকাশ । আলোতে যেমন আধারের কিঞ্চিৎ কালিমা থাকে, অন্ধকারেও তেমন আলোর প্রকাশ থাকে । আলো বাইরে নেই । তাকে অন্তরের ভেতর অন্বেষণ কর । আত্মার নির্বাপিত সেই জ্যোতিকে জাগরিত কর । আমি তোমাদের সেই জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত করতে আহ্বান জানাচ্ছি । আমি তোমাদের ভেতরের সেই শ্বাশত জ্যোতিকে জাগাতে চাই । আমার সাধন-মন্দিরে এসে তোমরা নিজেদের ভেতরের সেই জ্যোতিকে জাগিয়ে তোল ।

আমি আর হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল করে হেসে উঠলাম । চার পাশের লোকেরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল । আমি মঞ্চের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম ।

সৌম্যমূর্তি তখন মঞ্চ থেকে নেবে গাড়ীতে উঠছিলেন । খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করলাম ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. লোকটির বন্ধুকে লোকে কি বলে থাকে ?
2. লোকটির বন্ধুকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় ?
3. ভাষণ শুনে কার হাসি পাচ্ছিল ?
4. কে ভাষণ দিচ্ছিল ?

তাঁর সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি দেখে ইতস্ততঃ কোরলাম । কিন্তু আমারতো দাড়ি ছিল না । আমি আমার আদি ও অকৃত্রিম রূপ নিয়েই বিরাজমান । তিনি আমাকে চিনে ফেললেন, "আরে তুই !" সন্দেহের অবকাশ আর রইল না । কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম । তিনি হাত ধরে আমাকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন, বললেন—"এখানে একটাও কথা না । বাংলোতে পৌছে জ্ঞান চর্চ্চা হবে ।"

আমার খেয়াল হল, গাড়ীতে ড্রাইভার বসে । বাংলোতে পৌছে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু খানিক বাদেই সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বন্ধুর সাথে খোলাখুলি আলাপ স্থাপন করলাম ।

বললাম—ভাই তুইতো একেবারেই পাল্টে গেছিস। সে গম্ভীরভাবে বললে—পরিবর্তনই জীবনের চিরন্তন ধারা। বললাম—শালা গুরুগিরি রাখ । এই পাঁচ বছরে এত টাকা করলি কি করে তাই বল ।

সে প্রশ্ন করলে—তুই একটা বছর কি করলি । আমি বললাম— আমিতো ঘুরে ঘুরে টর্চ বিক্রি করেছি । আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ দেখি তুইও টর্চ বিক্রি করিস নাকি ?

সে বললে— কেন বলতো ? তোর কি তাই মনে হয় নাকি ?

বললাম, যে সব কথা আমি বলি, তুইওতো সেইসব কথাই বলছিলি । আমি সহজ সরল ভাবে বলি, তুই একটু ঘুরিয়ে রহস্য করে বলিস । আমি মানুষকে অন্ধকারের ভয় দেখিয়ে টর্চ বিক্রি করি। তুইওতো খানিক আগে তাদের অন্ধকারের ভয় দেখাচ্ছিলি । তুইও নিশ্চয়ই টর্চ বিক্রি করিস ।

সে বললে — তুই আমাকে বুঝতে পারছিস্ না । আমি টর্চ বিক্রি করব কেন ! লোকে আমাকে সাধু, দার্শনিক আর ধর্মগুরু বলে থাকে ।

বললাম—লোকে যাই বলুক, তুই নির্ঘাৎ টর্চ বিক্রি করিস । সাধু, দার্শনিক কিম্বা ধর্মগুরু সে যেই হোক, যদি সে মানুষকে অন্ধকারের ভয় দেখায়, তবে আমি হলপ্ করে বলবো সে নিজের কোম্পানীর টর্চ বেচতে চায় । এরা সব সময়েই অন্ধকার দেখতে পায় । আচ্ছা বলতে পারিস এরা কখনও এ কথা বলেছে যে বিশ্বজগৎ আজ আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ? কক্ষনো বলেনি । কেন ? কারণ তাদের নিজের কোম্পানীর টর্চ বেচতে হবে যে ! আমি নিজে ভরদুপুরে লোকেদের বলি চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে । এখন বল দেখি তোর কোম্পানীটার নাম কি ?

আমার কথায় ও একটু ধাতস্থ হল । সহজ ভবে উত্তর করলো — তুই ঠিকই বলেছিস ।

আমার কোম্পানীটা নতুন নয়, সনাতন ।

জিজ্ঞেস কোরলাম দোকানটা কোথায় ? দু' একটা নমুনা দেখাতে পারিস ? "সূর্য ছাপ" টর্চের চেয়ে এর বিক্রি ঢের বেশি মনে হচ্ছে ।

সে বললে -- ও টর্চের কোন দোকান-বাজার থাকেনা । ভারী সূক্ষ্ম জিনিস কিনা । দামটা কিন্তু ওর ঢের বেশি পাওয়া যায় । দু' একদিন থেকে যা না, তোকে সব বুঝিয়ে দেব ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. লোকটি হাসি চাপতে না পেরে কি করে ?
2. গাড়িতে বসিয়ে কে কাকে নিয়ে যায় ?
3. কে একেবারে পাল্টে গিয়েছিল ?
4. 'আমার কোম্পানীটা নতুন নয়, সনাতন' উক্তিটি কার ?

দুইদিন ওর কাছে ছিলাম । তৃতীয় দিনে "সূর্য ছাপ" টর্চ বাতির বাক্স-প্যাঁটরা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এখন নতুন কাজ ধরেছি ।" একটু থেমে লোকটা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে, তারপর বলে—মাত্তোর একটা মাস, তারপর—

আমি জিজ্ঞেস করি—তারপর কি করবে ? সে উত্তর দেয় — কি আর করবো । যা করছিলাম —মানে টর্চ বিক্রিই করবো । তবে কিনা কোম্পানীটা বদল করে নিলাম ।

জেনে রাখো

চৌরাস্তা	—	চারদিকের রাস্তা	কৈফিয়ৎ	—	স্পষ্ট বা ব্যাখ্যা করা,
দীক্ষা	—	জ্ঞানদেওয়া	বৈরাগ্য	—	যোগী, তপস্বী
অন্বেষণ	—	খোঁজা	অকেজো	—	যা কাজে লাগেনা
সর্বগ্রাসী	—	চারদিক	ভাগ্যন্বেষণ	—	ভাগ্যের সন্ধান
উত্তেজিত	—	ক্রোধ	দ্যুতিহীন	—	পথহারা
শাশ্বত	—	চিরকাল সত্যি	নিমজ্জিত	—	বিলীন হওয়া
অন্তর্দৃষ্টি	—	আত্মার ভিতর			

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর বেছে লেখো

1. 'বাতিওয়ালা' একটি ....।

(অনূদিত গল্প, অনূদিত প্রবন্ধ)

2. হরিশংকর পরসাই লিখিত রচনাটির নাম ....।

(বাতিওয়ালা, সেই বইটি)

3. লোকটা .... টর্চ বিক্রি করতো ।

(ট্রেনের কামরায়, চৌরাস্তার ওপর)

4. মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিল ....।

(লোকটা, লোকটার বন্ধু)

অতি সংক্ষেপে লেখো

5. লেখকের কিছুদিন পরে যখন লোকটার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার চেহারায় কী পরিবর্তন ছিলো ?
6. ভাগ্যন্বেষণের পুরানো কাহিনীতে কি লেখা রয়েছে ?
7. দুই বন্ধু কিসের ব্যবসা শুরু করে ?
8. লোকটির বন্ধু মঞ্চ থেকে নেমে বন্ধুকে নিয়ে কোথায় যায় ?
9. খুঁজতে বেড়িয়ে লোকটা নিজের বন্ধুকে কি অবস্থায় দেখতে পায় ?

সংক্ষেপে লেখো

10. দুই বন্ধুর আকাশ ছোঁয়া একটা প্রশ্ন দেখা দেয়, তা কী ?
11. হঠাৎ লোকটার টর্চ অকেজো মনে হতে লাগলো কেন ?
12. লোকটি কি ভাবে টর্চ বিক্রি করতো তা নিজের ভাষায় লেখো ।
13. বন্ধুটি কি করে পয়সা উপার্জন করতো ?

14. তৃতীয় দিন 'সূর্যছাপ' টর্চ, বাতির বাক্স- প্যাটরা নদীর জলে ভাসিয়ে কী নূতন কাজ ধরেছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

15. পাঁচ বৎসর পরে দুই বন্ধুর যেখানে দেখা করার কথা ছিল, সেখানে না দেখতে পেয়ে লোকটার মনের মধ্যে কী কী প্রশ্ন জাগে, বুঝিয়ে লেখো ।

16. দুই বন্ধুর আকাশ ছোঁয়া প্রশ্ন বার বার সামনে এসে দাঁড়ায় তার গতি পরিবর্তন করার জন্য দুজনে কী উপায় খোঁজে ? বুঝিয়ে লেখো ।

17. লোকটির বন্ধু ভীড়ের মধ্যে যে ভাষণ দিচ্ছিল তা নিজের ভাষায় লেখো ।

18. দুই বন্ধুর বাংলোতে পৌঁছে কী কথোপকথন হয়, তা গুছিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য রচনা করো

আত্মা	—	ফণা	—
চঞ্চল	—	আহ্বান	—
কাঁটা	—	জ্যোতি	—
নাটক	—	কিঞ্চিৎ	—

2. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

দীক্ষা	—	অন্তদৃষ্টি	—
বৈরাগ্য	—	ভাগ্যান্বেষণ	—
উত্তেজিত	—	চৌরাস্তা	—

3. বিপরীত শব্দ লেখো

লম্বা	—	পুরানো	—
ভিতর	—	লুপ্ত	—
বন্ধু	—	ক্ষমতা	—

4. সমাস কাকে বলে ? সমাসের কয় প্রকার ?

5. **নিচের বাক্যগুলো চলিত ভাষায় লেখো**

(ক) আমি আজ সমস্ত মনুষ্য জাতিকে ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি ।

(খ) মানুষের অন্তরের জ্যোতি আজ নির্বাপিত ।

(গ) গোটা যুগটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন ।

(ঘ) সর্বগ্রাসী অন্ধকার গোটা বিশ্বটাকে উদরসাৎ করে ফেলেছে ।

(ঙ) অন্ধকারে মানুষ আজ মুহ্যমান ।